



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 31 - 36

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

চণ্ডীদাসের পদাবলীতে অপ্রধান চরিত্রবৃন্দের অপূর্ব ভূমিকা

ড. রাকা মাইতি

সহযোগী অধ্যাপক

বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ

বাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয়

Email ID: rakamaitikabi@gmail.com



0009-0003-6593-1770

Received Date 28. 09. 2025

Selection Date 15. 10. 2025

Keyword

Padavali of
Chandidas,
Vaishnavism,
Dramatic
Figures,
Evolution of Sub-
Characters.

Abstract

Vaishnava Padavali are primarily love-filled devotional songs about the two main characters, Radha and Krishna. In their love affairs, countless side characters have aided them. While these characters haven't become dramatic figures, they have certainly emerged from the poetic realm, developing as much as the poetic needs required. Typically, side characters in literature exist for the evolution and development of the main characters, a responsibility that often leads them to lose their own identity. Yet, within the Vaishnava Padavali, poets and writers have spontaneously depicted small, poignant moments from the lives of these side characters. In this context, my discussion will focus on the various side characters portrayed in the Padavali of Chandidas, a leading poet and Padavakarta from the pre-Chaitanya era of Vaishnava Padavali literature.

Discussion

বৈষ্ণব পদাবলী সাধারণত রাধাকৃষ্ণ নামাঙ্কিত এই দুই প্রধান চরিত্রের শুদ্ধ প্রেমপূত ভক্তিসিক্ত গীতি। তবে এই দুজনের প্রেমলীলায় সহায়তা দান করেছে অজস্র পার্শ্ব চরিত্র তথা অপ্রধান চরিত্রবৃন্দ। এরা যদিও নাটকীয় চরিত্র হয়ে ওঠেনি, কিন্তু কাব্যিক পরিমণ্ডল থেকে এরা অবশ্যই উথিত। তাই কাব্যিক প্রয়োজন মতো এরা যতটা সম্ভব বিকশিত হতে চেষ্টা করেছে। সাধারণত প্রধান চরিত্রের বিবর্তন ও বিকাশের জন্যই পার্শ্ব চরিত্রের সাহিত্যে আবির্ভাব ঘটে। এই দায়ভার পালনের জন্যই অপ্রধান চরিত্রগুলি বেশিরভাগ সময়ে নিজেদের অস্তিত্ব বিস্মৃত হয়। তবুও এরই মধ্যে কবি-সাহিত্যিকদের তুলির আঁচড়ে এইসব পার্শ্ব তথা অপ্রধান চরিত্রবর্গের জীবনের ছোটখাটো মুহূর্তগুলি সাহিত্যের ক্যানভাসে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই চিত্রিত হয়ে যায়। এই সূত্রে আমার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু প্রাক্ চৈতন্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে অন্যতম প্রধান কবি তথা পদকর্তা চণ্ডীদাসের পদাবলীতে চিত্রিত বিবিধ পার্শ্ব চরিত্রবৃন্দ।

পদকর্তা চণ্ডীদাসের বৈষ্ণব পদাবলীতে বর্ণিত রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে সার্থক ও পরিপূর্ণরূপে পরিষ্কৃত করতে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পরিগ্রহণ করেছেন রাধার সখীবৃন্দ। প্রকৃতপক্ষে চণ্ডীদাসের ব্যক্তিগত জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত তাঁর কবি-আত্মাকেও স্পর্শ করেছিল। তাই তাঁর পদাবলীর অভ্যন্তরে রণিত আদান্ত বিষণ্ণতার সুর - তাঁর শ্রীরাধা যেন বেদনার অশ্রুতে

সৃষ্ট এক বিষণ্ণ মলিন সৌন্দর্য প্রতিমা। এক্ষেত্রে প্রেমের পরিসরে রাধার সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়েছিলেন রাধার সখীবন্দ। সখীবন্দ কখনো রাধাকে প্রেমের ক্ষেত্রে সহায়তা দান করেছেন, আবার কখনো দুঃখের সময়ে সখীরাই সহানুভূতির হস্ত অগ্রসর করে মানসিকভাবে রাধাকে আশ্বস্ত করেছেন। বস্তুতপক্ষে, চণ্ডীদাসের পদে সখীদের এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে।

চণ্ডীদাসের পদাবলীতে সখীদের নিজস্ব কোন পরিচয় নেই, এঁদের কোন নির্দিষ্ট নাম নেই। অথচ রাধাকৃষ্ণের প্রেমের বিবর্তনে-ই এঁদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিহিত। এছাড়া এঁদের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। রাধা তাঁর প্রেমের প্রতিটি পর্যায়ে সখীর কাছে তাঁর নিজস্ব অনুভূতি অকপটে ব্যক্ত করেছেন। পূর্বরাগ বা অনুরাগ পর্যায়ে তিনি তাঁর কৃষ্ণপ্রেমের পূর্বরাগজনিত অনুভূতির কথা সবিস্ময়ে উল্লেখ করেছেন এইভাবে—

“সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।।”^১

এই পদটিতে রাধা নানাভাবে সখীদের কাছে শ্রবণজনিত পূর্বরাগের মাধুর্যজনিত অনুভূতির কথা ব্যক্ত করেছেন। রাধা বলেছেন যে, কৃষ্ণের নাম জপ করতে করতে তাঁর দেহ অবশ হয়ে গেল। এখন এই অবস্থায় তিনি কৃষ্ণকে কিভাবে লাভ করবেন বা প্রাপ্ত হবেন। এই দিশেহারা শঙ্কা রাধা সখীদের কাছে প্রকাশ করেছেন। এখানে সখীর প্রত্যক্ষ কোন ভূমিকা নেই, পরোক্ষ ভূমিকা আছে। এই পরোক্ষ ভূমিকা রাধার উক্তির মধ্যে-ই নিহিত। কিন্তু এই পরোক্ষ ভূমিকা অর্থাৎ রাধার প্রথম প্রেমের পূর্বরাগজনিত উপলব্ধির নীরব সাক্ষী থেকে সখী তাঁর ভূমিকাতেও উজ্জ্বলভাবে অবস্থান করেছেন।

কৃষ্ণানুরাগে দিশেহারা পাগলিনী রাধার দশা দেখে রাধার সখীরা ভেবেছেন যে হয়ত রাধাকে অপদেবতা ভর করেছে। তাই তাঁরা ওঝাকে ডেকে নিয়ে এসেছেন—

“ওঝা বেঝা আন গিয়া পাইয়াছে ভূতা।
কাঁপি ঝাঁপি উঠে এই বৃষভানুসুতা।।”^২

আবার কোনও সখী বলেছেন, রাধা চেতনা ফিরে পাবেন যদি—

“কালী গলার ফুলে।।”^৩

এতেই বোঝা যায়, রাধার আলুলায়িত ও সংজ্ঞাহীন অবস্থা দেখে সখীরা বিচলিত হয়ে ভূতে ধরেছে ভেবে নিলেও পরক্ষণেই প্রকৃত কারণ অনুধাবন করে সঠিক পথের নির্দেশ দিয়েছেন। এখানে সখীদের এই আচরণ গ্রামবাংলার কুসংস্কারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ফলে সখীদের চরিত্র জীবন্ত, বাস্তবমনস্ক ও সমাজমনস্ক হয়েছে। অন্যদিক থেকে এঁদের আচরণের মাধ্যমে-ই শ্রীরাধার সামাজিক অবস্থানও উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত।

তবে রাধার সখীবন্দ বার বার রাধাকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে রাধা কুলবধূ। তাই কুলবধূর পরপুরুষের প্রতি উদ্ভিষ্ট প্রেমজনিত পূর্বরাগ শোভনীয় নয়। কিন্তু তবুও রাধা নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। শেষে নিরুপায় হয়ে সখী-ই অস্থির রাধাকে ধৈর্য ধারণে অনুরোধ করেছেন—

“(সখি) রাই, চিত নিবারণ কর।
সে শ্যাম বিহনে তনু হল ক্ষীণ
বচন কহিতে নার।।”^৪

রাধার প্রেম বেদনায় সখী তাঁর প্রকৃত সহমর্মী। সখীর এই ভূমিকার মধ্যে একদিকে প্রকাশিত প্রবল সমাজচেতনা, অন্যদিকে উদ্ভাসিত সখীর পরম হিতৈষিনী ভূমিকা। তবে সখী রাধাকে শান্ত করার চেষ্টা করলেও রাধাকে নিবৃত্ত করতে ব্যর্থ হন। তাই বিরহিনী উন্মাদিনী রাধার কৃষ্ণপ্রেমে সহায়কের ভূমিকাই সখী পালন করেছেন।

চণ্ডীদাসের রাধা গ্রাম বাংলার কুলবধূ। তাই তিনি কৃষ্ণভাসারের উদ্দেশ্যে বাইরে যেতে পারেন না। কিন্তু কৃষ্ণ রাধাভাসারে এসেছেন বর্ষগমুখর রাতে রাধার গৃহের আঙিনায়। কৃষ্ণের এই আচরণে একইসঙ্গে রাধার বেদনা ও আনন্দ জাগ্রত হয়েছে। এই অনুভূতির কথাও তিনি সখীকে ব্যক্ত করেছেন—

“এ ঘোর রজনী মেঘের ঘট

বন্ধু, কেমনে আইল বাটে।

আঙ্গিনার কোণে গাখানি তিতিএগাছে

দেখিয়া পরাণ ফাটে।।

সই, কি আর বলিব তোরে।”^৫

এই যে, ‘সই কি আর বলিব তোরে’ - রাধার এই উক্তির মধ্যে দিয়ে প্রকটিত সখী যে তাঁর কত প্রিয়জন ও কাছে মানুষ। তাই সখীর কাছে-ই রাধা তাঁর অন্তরের আনন্দ-বেদনার কথা নির্দিধায় ব্যক্ত করতে পারেন। নিজের সখীর কাছে চিত্তের কথা ব্যক্ত করতে পেরে গুরুজনদের শাসনে শাসিত রাধার চিত্ত কিছুটা হলেও লঘু হয়েছে। সখী এখানে পরোক্ষরূপে অবস্থান করেও রাধার প্রেমে সহায়িকা হয়েছেন।

রসোদগার পর্যায়ে রাধা চরম মিলনক্ষণেও বিচ্ছেদের যন্ত্রণায় দীর্ণা হয়েছেন। এইখানেই চণ্ডীদাসের কবিত্বশক্তি অনেক উচ্চ মহিমায় আসীন। রাধা বার বার আশঙ্কিত হয়েছেন যে, এই মিলনক্ষণ ক্ষণস্থায়ী। তিনি তাঁর এই আশঙ্কার কথা সখীকে নিভূতে অবগত করিয়েছেন। অন্যদিকে মিলনের পর রাধা প্রভাত হলে কৃষ্ণ চলে যান রাধাকে কিছু ব্যক্ত না করে। এতে রাধার অভিমান জাগ্রত হয়েছে—

“পদাউধ কাক কোকিলের ডাক

জাগিলা যামিনী শেষ।

তুরিতে নাগর উঠি গেল ঘর

বান্ধিতে বান্ধিতে কেশ।।

সখি হে, তোরে কহিএ কথা।

সে বন্ধু কালিয়া না গেল বলিএগা

মরমে রহল ব্যথা।”^৬

এখানে রাধা মিলন-রজনীর পরবর্তী প্রভাতে চিত্তের অস্থিরতার কথা ব্যক্ত করেছেন সখীর কাছে। এছাড়াও রাধা তাঁর সখীকে সলজ্জভাবে মিলনের কথা ও অভিমানের কথা অকপটে ব্যক্ত করেছেন। এদিকে কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার বসনভূষণ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। ফলে গৃহের লোকজন রাধার গোপন মিলনের কথা অবগত হবে। এই ভয়ও রাধা সখীর কাছে ব্যক্ত করেছেন। উপরোক্ত পদটিতে সখীর কোন উক্তি নেই, সখী নীরব শ্রোতা থেকে রাধার মানসিক অবস্থা শ্রবণ করেছেন, অনুভব করেছেন। একই সঙ্গে সখী তাঁর নীরবতাজনিত ভাষার মাধ্যমে রাধার মানসিক যন্ত্রণার সঙ্গী হয়েছেন। আরেকটি পদে দেখা যায়, রাধা আক্ষেপ করে বলেছেন যে প্রেমের জন্য তাঁর সখীরা তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন, তাঁকে বিস্মৃত হয়েছেন। তাই তিনি হাহাকার করে বলেছেন—

“অনেক দোষের দুর্ষিণী হইলে, না ছাড়ে আপন অঙ্গ।

তোমরা পরাণের, বেথিত আছিল, জীবনে মরণে সঙ্গ।।

নন্দের নন্দন, গোকুলের কান, সভাই আপনা বলে।

মো পুনি ইচ্ছিয়া, নিছিয়া লইলুঁ, অনাদি জনম ফলে।।

রাধা বলি আর, ডাকি না শুধাও, এখনি এখানে মেলে।”^৭

আসলে এখানে কৃষ্ণবিরহে বিরহিনী রাধা নিজের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি ভেবেছেন, কৃষ্ণের মতো হয়ত সখীরাও তাঁকে ত্যাগ করে চলে যাবেন। সীমাহীন দুঃখের মধ্যে রাধার এই আশ্রয়হীনতার আর্তি প্রকাশিত। রাধার এই হাহাকারের মধ্যে দিয়েই বোঝা যায়, কৃষ্ণের মতো সখীরাও রাধার কাছে এক মানসিক শান্তির আশ্রয়স্থল ছিলেন।

প্রেমবৈচিত্র্য ও আক্ষেপানুরাগ পর্যায়ে কৃষ্ণপ্রেমে প্রতারিতা ও বঞ্চিতা রাধা সীমাহীন যন্ত্রণায় সখীর কাছেই শান্তি পেতে চেয়েছেন। একদিকে পরকীয়া প্রেমের দুর্নিবার আকর্ষণ, অন্যদিকে সমাজ-সংসার শাসিত এই সম্পর্কের বন্ধন - এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব রাধা ক্ষতবিক্ষত। কৃষ্ণকে তিনি ভুলতে পারলেও যন্ত্রণা, আবার না ভুলতে পারলেও যন্ত্রণা—

“খাইতে খাইছি

শুইতে শুইছি

আছি। আছি। ঘরে।”^৮

আবার কখনো সখীর কাছে রাধা বলেছেন—

“সই আর কি জীবনে সাধ।
এ কুল ও কুল দুকুল ভরিয়া
বড় হৈল পরমাদ।।
শাশুড়ি ননদি গঞ্জে নিরবধি
তাহা বা কহিব কত।
পাড়ার পড়সি ইঙ্গিত আকারে
কুবচন বলে যত।।
অবলা পরাণে এত কিবা সয়
শুন গো মরম সই।”^৯

উপরোক্ত পদটিতে রাধার সীমাহীন যন্ত্রণাদীর্ণ অসহায় অবস্থা প্রকটিত। প্রেমে প্রতারিতা রাধা জীবনে বেঁচে থাকার সব অবলম্বনকে হারিয়ে জীবনের প্রতি আস্থাহীনা হয়ে পড়েছেন। তাই জীবনের এই চরম দুর্দিনে রাধা সখীকে ‘মরম সই’ বলে সম্বোধনের দ্বারা সম্বোধিত করে অবলম্বিত হতে চেয়েছেন। সখীও তাঁর নীরব উপস্থিতির মাধ্যমে এক নিঃসঙ্গ অসহায় মানুষকে নতুনরূপে জীবনধারণের উদ্দীপনা জাগ্রত করেছেন।

আবার কৃষ্ণ যখন রাধার চক্ষুর সামনেই অন্য নারীর প্রতি আসক্ত, তখন রাধা তাঁর সখীকে বলেছেন—

“সই কেমনে ধরিব হিয়া,
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আগ্নি দিয়া।।
সে হেন কালিয়া না চাহে ফিরিয়া
এমতি করিল যে।
আমার অন্তর যেমতি করিছে
তেমতি হউক সে।।”^{১০}

এখানেও প্রকাশিত কৃষ্ণ-বঞ্চনার কথা রাধা সখীকে ব্যক্ত কবে অন্তরের বেদনা লঘু করতে চেয়েছেন এবং রাধা এটাও বলেছেন যে তিনি যেমন দক্ষা হচ্ছেন, তেমনি সেই নারীও যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হবেন। অন্যদিকে সখী রাধাকে ধৈর্য ধারণ করতে বলেছেন।

বিরহ পর্যায়ে হয়ত সখীরা রাধাকে কৃষ্ণের বৃন্দাবন ত্যাগের বৃত্তান্ত অবগত করিয়েছিলেন, কিন্তু রাধা অবিশ্বাস প্রদর্শন করেছেন। তখন রাধা নিজে যমুনার তীরে গিয়ে দেখলেন - সত্যি-ই কৃষ্ণ চলে গিয়েছেন। তাই দিশেহারা রাধা হাহাকার করে সখীবৃন্দকে বলেছেন—

“তোমরা চলিয়া যাহ আপনার ঘরে।
মরিব অনলে পুড়ি যমুনার তীরে।।”^{১১}

আবার কখনো রাধা সখীদেরকে বলেছেন—

“এদেশে না রহিব সই দূরদেশে যাব।
এ পাপ পিরিতের কথা শুনিতে না পাব।।”^{১২}

কিংবা,

“পিরিতি বলিয়া এ তিন আখর
ভুবনে আনিল কে।
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইলুঁ

তিতায় তিতিল দে।

সই এ কথা কহিল নহে।”^{১০}

রাধার এই সীমাহীন যন্ত্রণায় সখীরা যেন সাঙ্ঘন্যের ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন, তাই রাধার এই দুর্দিনে সখীবর্গ নীরবে অশ্রুমোচন করেছেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, চণ্ডীদাসের পদাবলীর বিভিন্ন পর্যায়ে প্রেমের ক্ষেত্রে রাধাচরিত্র যেমন বিবর্তিত হয়েছে, তেমনি রাধার সখীবর্গও বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করেছেন। অর্থাৎ কখনো মঙ্গল হিতৈষিণীর মতো সাঙ্ঘন্যাদান, কখনো পরকীয়া প্রেম সম্পর্কে রাধাকে সতর্ক প্রদান, কখনো দিশেহারা রাধাকে ধৈর্য ধারণ করতে বলেছেন, কখনো রাধার অনিশেষ দুঃখসমুদ্রে রাধার সঙ্গে সখীবর্গ মথিত হয়েছেন, সখীবৃন্দের এই বৈচিত্র্যপূর্ণ ভূমিকা যদিও নীরবে সম্পাদিত হয়েছে, তবুও এর মধ্যে যথেষ্ট আন্তরিকতা ও মানবিক গুণ পূর্ণ ছিল। এ প্রসঙ্গে লায়েক আলি খান বলেছেন—

“সখীরা যেন মূল রাধিকাস্বরূপ প্রেমকল্ললতার-ই পল্লবসদৃশ। এই সখীগণ কখনো কৃষ্ণসঙ্গ সুখস্পৃহা ছিল না। রাধিকার সঙ্গে কৃষ্ণের মিলন দর্শনেই তাঁদের পরমানন্দ। এজন্য সখীদের চেষ্টারও অন্ত নেই।”^{১১}

তবে সখীবৃন্দের এই নীরব উপস্থিতির মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের যে চিত্র চণ্ডীদাস অঙ্কন করেছেন, তা এককথায় অভিনব ও অনন্য মহিমায় মহিমান্বিত। এইধরনের উপস্থিতি রাধাকৃষ্ণের প্রেমের পরিণতি দানের ক্ষেত্রে বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, প্রাক-চৈতন্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে অপ্রধান চরিত্র-চিত্রণে চণ্ডীদাস অবশ্যই মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

চণ্ডীদাসের পদাবলীতে স্বল্পপরিসরে বড়াইয়ের উপস্থিতি দেখা যায়। রাধা ছিলেন কুলবধূ। তাই পরপুরুষ কৃষ্ণের প্রতি পূর্বরাগজনিত দশা রাধার পক্ষে নিতান্ত-ই অশোভন। এই সতর্কবাণী-ই বড়াই রাধাকে শুনিয়েছেন—

“সোনার নাতিনী এমনি যে কেনি

হইলা বাউরী পারা।

সদাই রোদন বিরস বদন

না বুঝি কেমন ধারা।।”^{১২}

বড়াই এই সতর্কবাণী অত্যন্ত স্নেহাঙ্গ সুরে-ই রাধাকে শ্রবণ করিয়েছেন। এখানে বড়াই একজন বয়স্ক স্নেহশীলা পিতামহীর ভূমিকাতেই অবতীর্ণ। এই ভূমিকা স্পষ্টতই রাধার কৃষ্ণপ্রেমে সহায়িকা নন, এটাই প্রকাশিত। বরং এই প্রেমের জন্য বড়াই রাধাকে তিরস্কার করেছেন। প্রকৃতপক্ষে বড়াই এখানে রাধার প্রকৃত অভিভাবিকারূপে চিত্রিত।

চণ্ডীদাসের পদাবলীতে স্বল্প পরিসরে চিত্রিত রাধার ননদিনী ও শাশুড়ি চরিত্রটি। রাধার উজ্জ্বল মধ্য দিয়ে প্রকাশিত এঁরা কেউ-ই রাধার কৃষ্ণপ্রেমে সহায়তা দান করেননি, বরং বিরুদ্ধাচারণ করেছেন নানাভাবে। যেমন- ‘রসোদগার’ পর্যায়ের একটি পদে দেখা যায়, কৃষ্ণমিলন-পরবর্তী বিপর্যস্তা রাধাকে দর্শন করে ননদিনী সন্দেহ প্রকাশ করে নানারূপে কটুক্তি করেছেন। তাই রাধা বলেছেন—

“ননদি! কুবোল সহিতে নারি।

তোমার কুবোলে হেন লয় মনে

গরল ভথিয়া মরে।।”^{১৩}

কিংবা, -

“জনম অবধি কণ্টক ননদী

জ্বালাতে জ্বলিল মূল।”^{১৪}

কিংবা, -

“শাশুড়ী ননদ গঞ্জে নিরবধি

তাহা বা কহিব কত।”^{১৫}

এখানে স্পষ্টরূপে প্রতিফলিত-রাধার ননদ ও শাশুড়ি-দুজনেই কৃষ্ণপ্রেমের জন্য রাধাকে আজীবন গঞ্জনা দিয়েছেন। তবে এঁরা দুজনেই চণ্ডীদাসের পদাবলীতে পরোক্ষ রূপে উপস্থিতি। এই দু'জনের চরিত্র চিত্রণের দ্বারা রাধার চরিত্র জীবন্ত রূপে উপস্থিতি।

পরিশেষে বলা যায়, চণ্ডীদাস তাঁর বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের চিরন্তন, শাস্ত্র ও অধ্যাত্মভাব মণ্ডিত প্রেমকে চিত্রণ করতে যেসব অপ্রধান চরিত্রবৃন্দকে নির্মাণ করেছেন, সেগুলির মধ্যে একমাত্র বড়ই ছাড়া বাকি চরিত্রবর্গ পরোক্ষরূপে উপস্থিতি। এইভাবে চরিত্রবর্গের পরোক্ষ ভূমিকা সৃষ্টির দ্বারা পদকর্তা চণ্ডীদাস এক অপূর্ব নির্মাণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন- যা মৌলিক ও অভিনব। বস্তুতপক্ষে রাধার উজ্জ্বল আলোতে প্রতিফলিত সখীবৃন্দের রাধাকৃষ্ণপ্রেমে ইতিবাচক ভূমিকা, শাশুড়ি ও ননদের রাধাকৃষ্ণপ্রেমে নেতিবাচক ভূমিকা। এই সৃজন বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের প্রাঙ্গনে রাধাকৃষ্ণপ্রেমে এক অভিনব মাত্রা যোজিত করেছে নিঃসন্দেহে।

Reference:

১. মজুমদার, ড. বিমানবিহারী (সম্পাদিত), *চণ্ডীদাসের পদাবলী*, প্রথম মুদ্রণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ৬ই পৌষ, ১৩৬৭, ১২২ নং পদ, পৃ. ১৪০
২. তদেব, ২ নং পদ, পৃ. ২
৩. তদেব, ২ নং পদ, পৃ. ২
৪. তদেব, ১৭ নং পদ, পৃ. ১৮
৫. তদেব, ৪৫ নং পদ, পৃ. ৪৮
৬. তদেব, ৫২ নং পদ, পৃ. ৫৭
৭. তদেব, ৫৭ নং পদ, পৃ. ৬৪
৮. তদেব, ৯৪ নং পদ, পৃ. ১০৪
৯. তদেব, ৮২ নং পদ, পৃ. ৯১
১০. তদেব, ৫৯ নং পদ, পৃ. ৬৭
১১. তদেব, ১৩০ নং পদ, পৃ. ১৫১
১২. তদেব, ১৩৮ নং পদ, পৃ. ১৫৯
১৩. তদেব, ১৪২ নং পদ, পৃ. ১৬৪
১৪. খান, ড. লায়েল আলি, *প্রসঙ্গ- বৈষ্ণব সাহিত্য*, প্রথম সংস্করণ, প্রতিভা পাবলিকেশন, কলকাতা, দোলপূর্ণিমা, ১৪০২, পৃ. ১৩২
১৫. মজুমদার, ড. বিমান বিহারী (সম্পাদিত), *প্রগুক্ত*, ৫ নং পদ, পৃ. ৫
১৬. তদেব, ৫৩ নং পদ, পৃ. ৫৯
১৭. তদেব, ৯৯ নং পদ, পৃ. ১১২
১৮. তদেব, ৮২ নং পদ, পৃ. ৯১